

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

9940 - পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচী

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আসরের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়? বশিষে করে ঘড়ির কাঁটার হিসেবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের উপর দবানিশি মোট ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করছেন। সাথে সাথে এগুলো আদায়ের জন্য তাঁর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হকেমত অনুযায়ী পাঁচটি সময়ও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাত করে বান্দাহ এ সময়ানুবর্ততার মাধ্যমে তার প্রতিপালকের সাথে অবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। এটা মানব অন্তরে জন্য অনেকেটা বৃক্ষের গোড়ায় পানি সিঞ্চিতনের মত বিষয়। বৃক্ষকে যমেন বড়ে উঠার জন্য নিয়মিত পানি দিতে হয়; মানব অন্তরকেও স্রষ্টির ভালোবাসায় স্থতিশীল থাকার জন্য নিয়মিত সালাতের আশ্রয় নিতে হয়। একবারে সব পানি ঢেলে দিয়ে যমেন বৃক্ষের সঠিক প্রবৃদ্ধি আশা করা যায় না, মানব হৃদয়ও তদ্রূপ।

একই ওয়াক্তে পাঁচটি নামায আদায় করা ফরয করা হলে বান্দার মাঝে কলান্তি ও বরিক্তবিধে উদ্রকে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঁচটি সালাত আদায় করা ফরয করা হয়েছে- যনে বান্দার মাঝে অবসন্নতা ও বরিক্তবিধে না আসে। বস্তুতঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অধিক প্রজ্ঞাবান। [শায়খ উছাইমীনরে ‘মুকাদ্দিমাতু রসিলাতু আহকামি মাওয়াকতিস সালাত’]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করছেন, “জোহররে সময় হলো- যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ে তখন থেকে শুরু করে ব্যক্তির ছায়া তাঁর সমপরিমাণ হয়ে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত।

আসরের সময় হলো- যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

মাগরবিরে সময় হলো- যতক্ষণ না পশ্চিমাকাশে লালমি অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইশার সময় হলো মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

আর ফজরের সময় প্রভাতের আলো বহিষ্করিত হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উদতি হওয়া পর্যন্ত। আর সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামাজ থেকে বরিত থাকবে। কেননা, সূর্য শয়তানরে দুই শিয়রে মাঝখানে উদতি হয়।” [মুসলিমি ৬১২] এ হাদীসে পাঁচটি সালাতের সময়সীমা বর্ণনা করা হয়েছে। আর ঘড়ির কাঁটায় ওয়াক্ত নির্ধারণ এক দশে থেকে অন্য দশে ভিন্ন হবে। নমিনে আমরা প্রতিটি সালাতের ওয়াক্ত বা সময়সীমা আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরব:

এক: জোহর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “জোহরের সময় হলো, সূর্য পশ্চিম আকাশে হলে পড়া থেকে শুরু করে ব্যক্তির ছায়া তার একগুণ বা সমপরিমাণ হয়ে আসরের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত।” এ কথার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জোহরের শুরু ও শেষ দুটো সময়ই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

ওয়াক্তের শুরু: সূর্যযখন মধ্যাকাশ থেকে পশ্চিমাকাশে হলে পড়বে তখন জোহরের ওয়াক্ত শুরু হবে। সূর্য হলে পড়া তথা জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে কনি, তা বুঝে নেয়ার কৌশল হলো- ‘একটা খুঁটি বা এ জাতীয় অন্য কিছু একটা উন্মুক্ত স্থানে পুঁতে রেখে খুঁটিটির প্রতিলক্ষ্য রাখা। পূর্বাকাশে যখন সূর্য উদতি হবে তখন খুঁটিটির ছায়া পশ্চিম দিকে পড়বে। সূর্য যত উপরে উঠবে ছায়ার দৈর্ঘ্য তত কমতে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া কমতে থাকবে বুঝতে হবে যে সূর্য তখনও ঢলে পড়েনি। এভাবে কমতে কমতে এক পর্যায়ে কমা থমে যাবে। তারপর খুঁটির পূর্বপাশে ছায়া পড়া শুরু হবে। যখন পূর্বপাশে খানকিটা ছায়া দেখা যাবে, তার মানে সূর্য পশ্চিমাকাশে হলে পড়ছে এবং জোহরের ওয়াক্ত শুরু হয়েছে।

ঘড়ির কাঁটার হিসেবে সূর্যহলে পড়ার সময় :সূর্যউদতি হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়টাকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করুন। ঠিকি মধ্যবর্তী সময়টা হবে সূর্যহলে পড়ার সময়। যমেন- যদি সূর্য সকাল ৬ টায় উঠে আর সন্ধ্যা ৬ টায় ডুবে তাহলে মধ্যাকাশ থেকে সূর্য হলে পড়ার সময়টা হলো ঠিকি ১২টা। এমনভাবে, যদি ৭ টায় উঠে আর সন্ধ্যা ৭ টায় ডুবে, তাহলে মধ্যাকাশ থেকে হলে পড়া শুরু হওয়ার সময় হলো দুপুর ১টা...[দখুন: আশ শারহুল মুমতী ২/৯৬]

জোহরের ওয়াক্তের শেষ:

সূর্য মধ্যাকাশে থাকাকালীন সময়ে কোন বস্তুর যে সামান্যটুকু ছায়া থাকে সে ছায়া কবে বাদ দিয়ে কোন বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ তথা ১ গুণ হওয়া পর্যন্ত।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জোহররে ওয়াক্তরে সমাপ্তি অনুধাবনরে বাস্তব কটেশল:

আগরে উদাহরণ তথা পুঁতে রাখা খুঁটির কাছ ফেরি যাই। ধরে নলিাম য়ে, খুঁটিরি উচ্চতা এক মটির। লক্ষ্য করুন, সূর্য হলো পড়ার আগ পর্যন্ত খুঁটি ছায়া কমতে কমতে একটা ছোট্ট নরিন্দিস্টি বনিন্দুতে এসে ঠেকেছে। (এ বনিন্দুটাকে চহিনতি করে রাখুন) আবার যখন ছায়া (পূর্ববে) বাড়তে শুরু করল জোহররে ওয়াক্তও তখন শুরু হল।

এভাবে ছায়া বাড়তে বাড়তে এক সময় খুঁটিরি সমপরমাণ হয়ে যাবে। (অর্থাত্ আপনার চহিনতি বনিন্দু থেকে এক মটির। এ বনিন্দুর পূর্ববে ছায়ায় আরবতি ফাঈ বলে। এ ক্ষত্রে ছায়ায় এ অংশটুকু ধরতব্য নয়) আর তখন জোহররে ওয়াক্ত শেষে হবে এবং তারপরই শুরু হবে আসররে সময়।

দুই: আসর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আর আসররে সময় হবে না যতক্ষণ না সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে।” আমরা জনেছি য়ে- জোহররে ওয়াক্ত শেষে হলো (অর্থাত্ বস্তুর ছায়া তার সমপরমাণ হলো) আসররে ওয়াক্ত শুরু হয়। আসররে শেষে সময় দু’রকম:

(১) সাধারণ সময় (وقت اختياري):

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী অনুযায়ী তা হলো- আসররে শুরু থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত। ঋতুভেদে ঘড়ির কাঁটারহিসাবে এ সময়টি বিভিন্ন হবে।

(২) জরুরী সময় (وقت اضطراري):

সটো হলো সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ থেকে শুরু করে সূর্য ডুবা পর্যন্ত। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি সূর্য অস্তমতি হবার আগে অন্ততঃ এক রাকাত আসররে নামাজ পড়তে পারল, সে পুরো আসরই পালো।” [বুখারী: ৫৭৯, মুসলিম: ৬০৮]

মাসয়ালা: (وقت اضطراري) বা জরুরী সময় বলতে কি বুঝায়?

কটে যদি বাধ্য হয়ে জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সাধারণ সময়ে আসররে সালাত আদায় করতে না পারে; যমেন: রোগীর ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করা (সূর্য হলুদ হওয়ার আগে সালাত আদায় করা হয়তো অসম্ভব নয়; কিন্তু কষ্টকর) তাহলে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তার জন্য সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্তে আসররে নামায আদায়করা বৈধ। এতে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। কেননা এটা জরুরী সময় (وقت اضطرار)। সুতরাং কটে যদি বাধ্য হয় তাহলে সূর্য ডুবার পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য আসররে সময় থাকবে।

তনি: মাগরবি

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “সন্ধ্যালগ্নে অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরবিতে সময় বদ্যমান থাকে।” অর্থাৎ আসররে জরুরী সময় শেষে হওয়া তথা সূর্য ডুবার পর হতে মাগরবিতে সময় শুরু হয়। পশ্চিমাকাশে লাল আভা অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরবিতে ওয়াক্ত বদ্যমান থাকে। সুতরাং লাল আভা যখন অদৃশ্য হয়ে যাবে তখন মাগরবিতে সময় শেষে হয়ে যাবে এবং ইশার সময় শুরু হবে। ঋতুভেদে মাগরবিতে ওয়াক্ত ঘড়ির কাঁটায় বিভিন্ন হয়ে থাকে। মোটকথা, আকাশে লাল আভা সমাপ্তি মাগরবিতে ওয়াক্ত ফুরিয়ে যাওয়ার প্রমাণ।

চার: ইশা

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন, “আর ইশার ওয়াক্ত মধ্যরাত পর্যন্ত বদ্যমান থাকে।” বোঝা গলে মাগরবিতে সময় শেষের সাথে সাথেই (অর্থাৎ আকাশে লাল আভা অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে) ইশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাত পর্যন্ত তা বদ্যমান থাকে।

মাসয়ালা: আমরা কভাবে মধ্যরাত নির্ধারণ করব?

উত্তর: সূর্যাস্ত থেকে উষাকাল (ফজরে ওয়াক্ত শুরু) পর্যন্ত সময়টুকু হিসাব করুন। এর ঠিকি মধ্যবর্তী সময়টা মধ্যরাত্রি তথা ইশার নামাযের শেষে ওয়াক্ত। উদাহরণতঃ সূর্য যদি সন্ধ্যা ৫ টায় অস্ত যায় আর ফজরে ওয়াক্ত হয় ভোর ৫টায়, তার মানে মধ্যরাত হবে রাত ১১টায়। অনুরূপভাবে, সন্ধ্যা ৫ টায় সূর্য অস্ত গিয়ে ভোর ৬টায় ফজর হলে মধ্যরাত্রি হবে রাত সাড়ে ১১টায়।

পাঁচ: ফজর

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আর ফজরে নামাযের ওয়াক্ত: উষাকাল (সুবহে সাদকি) থেকে সূর্যোদয়ে পূর্ব পর্যন্ত। সূর্যোদয়কালীন সময়ে নামাজ থেকে বরিত থাক। কেননা সূর্য শয়তানের দু’ শিয়রে মাঝখানে উদতি হয়।”

ফজরে ওয়াক্ত শুরু হয় দ্বিতীয় উষা থেকে। দ্বিতীয় উষা হচ্ছে- পূর্বাকাশে বচ্ছুরতি সাদা রং; যা উত্তর-দক্ষিণে বসিত থাকে। প্রথম উষা দ্বিতীয় উষার প্রায় একঘণ্টা পূর্বে বলীন হয়ে যায়। এ দুই উষার মধ্যে পার্থক্য হলো-

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

(ক) প্রথম উষা লম্বালম্বভাবে ফুটে উঠে; আড়াআড়িভাবে নয়। অর্থাৎ এটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বভাবে বচ্ছুরতি হয়। আর দ্বিতীয় উষা উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়িভাবে ফুটে উঠে।

(খ) প্রথম উষা অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠে। অর্থাৎ সামান্য সময়ের জন্য আলোর রঞ্জে দেখা দিয়ে আবার অন্ধকারে ডুবে যায়। আর দ্বিতীয় উষার পর আলো বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হয়।

(গ) দ্বিতীয় উষা দগিন্তরে সাথে যুক্ত থাকে এবং দগিন্ত ও এর মাঝে অন্ধকার থাকে না। পক্ষান্তরে প্রথম উষা দগিন্ত থেকে বচ্ছিন্ন থাকে এবং দগিন্ত ও এর মাঝে অন্ধকার বদ্যমান থাকে।